জনসম্পৃক্ত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

Funded by the European Union

Global Gateway

বাংলাদেশে সরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা

তৌফিকুল ইসলাম খান

সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সিপিডি

২ নভেম্বর ২০২৪, ঢাকা

সহযোগিতায়

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Eco-Social Development Organization (ESDO)

কৃতজ্ঞতা

- সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহকারী ত্রিশ জন স্থানীয় যুব নাগরিক, তথ্যদাতা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও টিভেট শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ এর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।
- সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের সার্বিক সহযোগিতার জন্য জনাব মো. মোজাহিদুল ইসলাম নয়ন এবং জনাব অনুপম দাশ-কে বিশেষ ধন্যবাদ।
- সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং জেলা পর্যায়ের সংলাপ আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ এবং ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।
- ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি এবং অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি-কে তাদের সার্বিক দিক নির্দেশনার জন্য কৃতজ্ঞতা।
- সিপিডি'র অন্যান্য সহকর্মী, যারা বিভিন্নভাবে এ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-কে আর্থিক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ।

❑ **গবেষণা সহযোগিতায়:**

- মোঃ রিফাত বিন আওলাদ
- নাইমা জাহান তৃষা

সুচিপত্র

- পটভূমি
- সামাজিক নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি
- সামাজিক নিরীক্ষার ফলাফল ও সুপারিশ
  - প্রবেশগম্যতা এবং সচেতনতা
  - শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামোর মান
  - পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতা
  - শিক্ষার্থীর দক্ষতা মূল্যায়ন ও সনদায়ন
  - কারিগরি শিক্ষায় জেন্ডার সমতা
  - কারিগরি শিক্ষার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জেন্ডার সমতা
- সমাপনী বক্তব্য

পটভূমি

পটভূমি

- কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এখন পর্যন্ত ৫০টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গড়ে তোলা হয়েছে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ । অনেক উপজেলায় বিজনেস কলেজিয়েট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা পরিষদ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর আওতায় শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত যুব নারী-পুরুষদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করার জন্য আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়।
- কিন্তু কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ফলাফল এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। শিক্ষার মান, হালনাগাদকরণ, বাজারচাহিদা অনুযায়ী উপযোগী কোর্স চালু করা, পাঠদান মান, পরিবীক্ষণ, ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এখনও অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে।
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ, কারিগরিভাবে দক্ষ ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থান অনুকূল করা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রেও আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি।

পটভূমি

- ২০৩০ সালের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষায় (এসএসসি, দাখিল ও বৃত্তিমূলক) প্রতি বছর পাশ করা মোট শিক্ষার্থীর ২০% এর উপরে কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অনুপাত নিশ্চিত করা সরকারের লক্ষ্য, যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টর (এসডিজি'র) আওতায় অন্যতম জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সূচক
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২৩ হতে ২০২৬-২৭ এই পাঁচ বছরে –
  - ✓প্রায় ৮৬ লাখ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে ৫৮টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে
  - ✓প্রায় সাড়ে ১৪ লাখ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে
  - ✓এছাড়া আরও প্রায় ২৩ লাখ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে শুধুমাত্র অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য
  - ✓প্রায় ৯ লাখ শিক্ষার্থীকে শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে
  - ✓প্রায় ২ লাখ ৪১ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য

পটভূমি

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

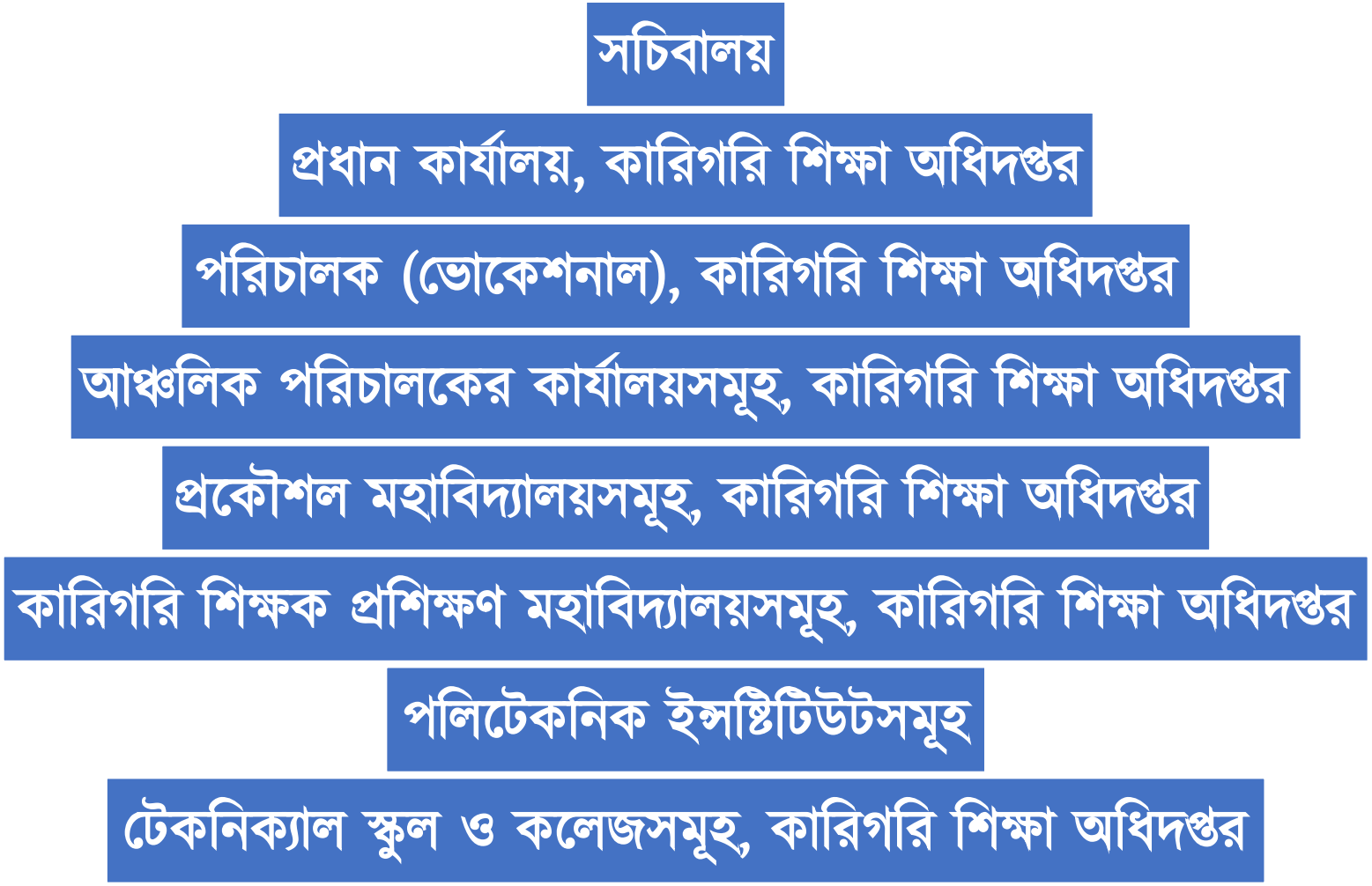

পটভূমি

কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (২০২৩)

- পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ৪৮২ টি
- টেকনিক্যাল ট্রেইনিং সেন্টার ১৫৪ টি
- ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট ৫১ টি
- টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ ৩৩৬ টি

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

ব্যবস্থাপনা ভেদে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

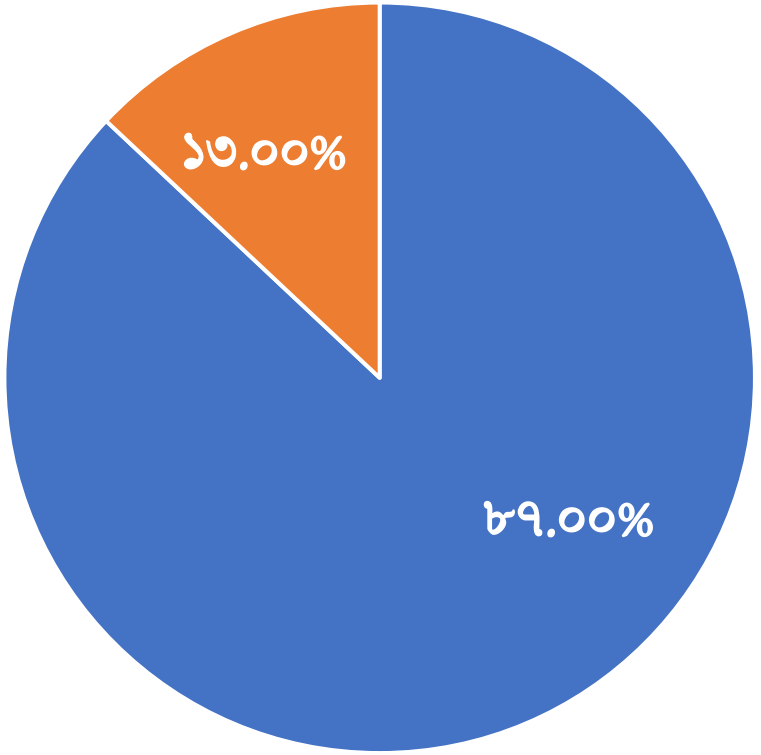

তথ্যসূত্রঃ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২২

পটভূমি

কারিগরি ও ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যা

- পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ১২,৮৯৪ জন
- টেকনিক্যাল ট্রেইনিং সেন্টার ১,৮৮৭ জন
- টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ ৪,০৭৭ জন

কারিগরি ও ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সংখ্যা

- পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ৩০৯,১৪১ জন
- টেকনিক্যাল ট্রেইনিং সেন্টার ১৬,১৩১ জন
- ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট ১০,৮৫২ জন
- টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ ১২৩,৯২১ জন

তথ্যসূত্রঃ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২২

শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সরকারি	বেসরকারি	মোট
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	১:৫০	১:১৪	১:২২
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	১:৩৬	১:১৭	১:২৫
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার	১:১৫	১:৪১	১:১৯

তথ্যসূত্রঃ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২২

পটভূমি

কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা বিস্তারে চলমান উদ্যোগগুলোর মধ্যে

- ১০০ টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে
- ইতিমধ্যে ৮৫টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে এবং জানুয়ারি ২০২৫ হতে আরও ৬টি শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হবে
- ৪টি বিভাগীয় শহর সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ এবং রংপুরে একটি করে মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রক্রিয়াধীন
- ৪টি বিভাগ চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুরে একটি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
- ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

পটভূমি

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুবিধা

সুবিধাসমূহ/কার্যক্রম	শতাংশ (%)
বিদ্যুৎ সুবিধা	৯৬.৫২
কম্পিউটার ল্যাব	৭৬.৩০
শিক্ষার জন্য ইন্টারনেট সুবিধা	৩০.৫৯
মাল্টিমিডিয়া সুবিধা	৭৭.০৩
র‍্যাম্প সুবিধা	৮.৩৮
বিশুদ্ধ পানীয় জল	৯১.৫৪
পৃথক টয়লেট	৯৬.৫৯
হাত ধোয়ার সুবিধা	৬৬.০৩

তথ্যসূত্রঃ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২২

পটভূমি

কর্মসংস্থান ও শ্রমশক্তির বিকাশে কারিগরি শিক্ষার ভূমিকা

- বাংলাদেশের প্রায় ৪৪% শ্রমশক্তি কারিগর, প্ল্যান্ট শ্রমিক এবং বিভিন্ন স্তরের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে গঠিত। এই গোষ্ঠী, যারা সেবা খাতে আধিপত্য বিস্তার করে, সাধারণত অভিজ্ঞতা বা আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা অর্জন করে। তারা বিটিইবি অনুমোদিত ৩৬০ ঘন্টার কোর্সের মতো স্বল্পমেয়াদি কারিগরি কোর্সগুলোর প্রধান লক্ষ্য গোষ্ঠী। সরকারি ও বেসরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের (টিএসসি) স্নাতকরাও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।
- **বেকারত্বের হার ২০১০ সালে ৭% থেকে ২০২২ সালে ৩.৯% এ নেমে এসেছে**
- ট্রেসার স্টাডিগুলি থেকে দেখা যায় এই কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতকদের চাকরির জন্য অল্প সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয় এবং তারা সাধারণ স্ট্রিমগুলিতে স্নাতক সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের থেকে তুলনামূলক বেশি উপার্জন করে

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (মাধ্যমিক পর্যায়)

প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক সমূহ	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
	২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২২		২০২২-২৩	
মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হার (৯ম-১০ম) (%)	৪.০৭%	৪.১১%	৪.১৬%	৪.২৭%	৪.৩৫%	৪.৫৩%	৪.৪৭%	৪.৫৪%	৪.৫৯%	৪.৬৪%	৪.৫৫%	৭.১৩%
মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার হার (৯ম- ১০ম) (%)	৩৮.৮২%	৩৮.৮৪%	৩৭.৮৩%	৩৮.১৮%	৩৮.০০%	৩০.২২%	৩৭.২৫%	৩০.২৪%	৩৬.৫০%	৩০.১৫%	৩০.১৫%	২৮.৯১%
মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর হার (%)	২৮.০০%	২৮.০০%	৩০.০০%	৩৩.০০%	৩৪.০০%	৩৩.০০%	৩৬.০০%	৩৩.৩০%	৩৮%	৩৩%	৩৩%	৩১%
মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক মাথাপিছু ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা (জন) (আনুপাতিক)					২০	২১	২০	২১	২০	২১.৫	২০	২২.৯

তথ্যসুত্রঃ অর্থ মন্ত্রণালয়

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়)

প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক সমূহ	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
	২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২২		২০২২-২৩	
উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হার (১১শ-১২শ) (%)	৫.৫৭%	৫.৫৮%	৫.৭৫%	৫.৮৫%	৫.৯৬%	৭.০৯%	৬.১৫%	৭.১০%	৬.৩৪%	৭.৫৭%	৭.১২%	৮.২৩%
উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার হার (১১শ-১২শ) (%)	২৯.৩৫%	২৯.৫৩%	২৮.৮০%	২৮.৫৫%	২৭.৯৯%	৪৪.১০%	৪৩.২২%	৪৪.২৪%	৪০.৩৪%	৪৪.৪২%	৪৩.৮২%	৪৪.৫১%
ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হার (%)	২.৩৬%	২.৩৫%	২.৫৭%	২.৩৯%	২.৭৫%	২.৩৫%	২.৯৫%	২.৩৬%	৩.১৫%	২.৭৩%	২.৩৭%	২.৬৪%
প্রতি বছর কারিগরি শিক্ষায় মাধ্যমিক পর্যায়ে সমাপনকারী মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর হার (%)			৩০.০০%	৩১.০০%	৩২.০০%	২৬.৮০%	২৭.০০%	২৪.৭০%	২৮.০০%	২৪.২০%	২৫.০০%	২৫.৯২%

তথ্যসুত্রঃ অর্থ মন্ত্রণালয়

সামাজিক নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- চলমান কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম, পাঠদান পদ্ধতি ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষায় প্রবেশগম্যতা, ও শিক্ষামানের বিদ্যমান চিত্র তুলে আনা
- এ শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ সুযোগ, নারীবান্ধব শিক্ষাব্যবস্থাপনা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন ও কারিগরি শিক্ষায় লিঙ্গীয় সমতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা
- শ্রম বাজার অনুযায়ী দক্ষ কর্মী ও সফল উদ্যোক্তা তৈরিতে শ্রম বাজারের সাথে শিক্ষা কার্যক্রমের সামঞ্জস্যতা মূল্যায়ন করা
- কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গতিশীলতা, কর্মসংস্থান ও শিল্পচাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে নীতিসুপারিশ প্রণয়ন করা

নিরীক্ষা কার্যক্রম আওতা ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

- সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজসমূহ, পলিটেকনিক এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

তথ্যউৎস

- বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী নিকট থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রে জরিপ: **৬০০ জন** (শিক্ষার্থীদের মধ্যে বর্তমান ৮০%, সাবেক ২০%)
- শিক্ষক/প্রশিক্ষক/প্রশাসক: ৬০ জন
- অভিভাবক/পিতা-মাতা ও অভিভাবক: ২৪০ জন
- বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সাথে দলীয় আলোচনা **(১৫টি)**
- জাতীয় পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, বিষয়বিশেষজ্ঞ, এবং চাকুরিদাতাদের সাক্ষাৎকার **(৭৫ জন)**
- আলোচ্য বিষয়ে বিদ্যমান জাতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, নীতিমালা, গবেষণা ও বিষয়ভিত্তিক ধারণাপত্র এবং কার্যক্রম প্রতিবেদন পর্যালোচনা

তথ্য সংগ্রহের সময়কাল: মার্চ-এপ্রিল ২০২৪

সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালন প্রক্রিয়া

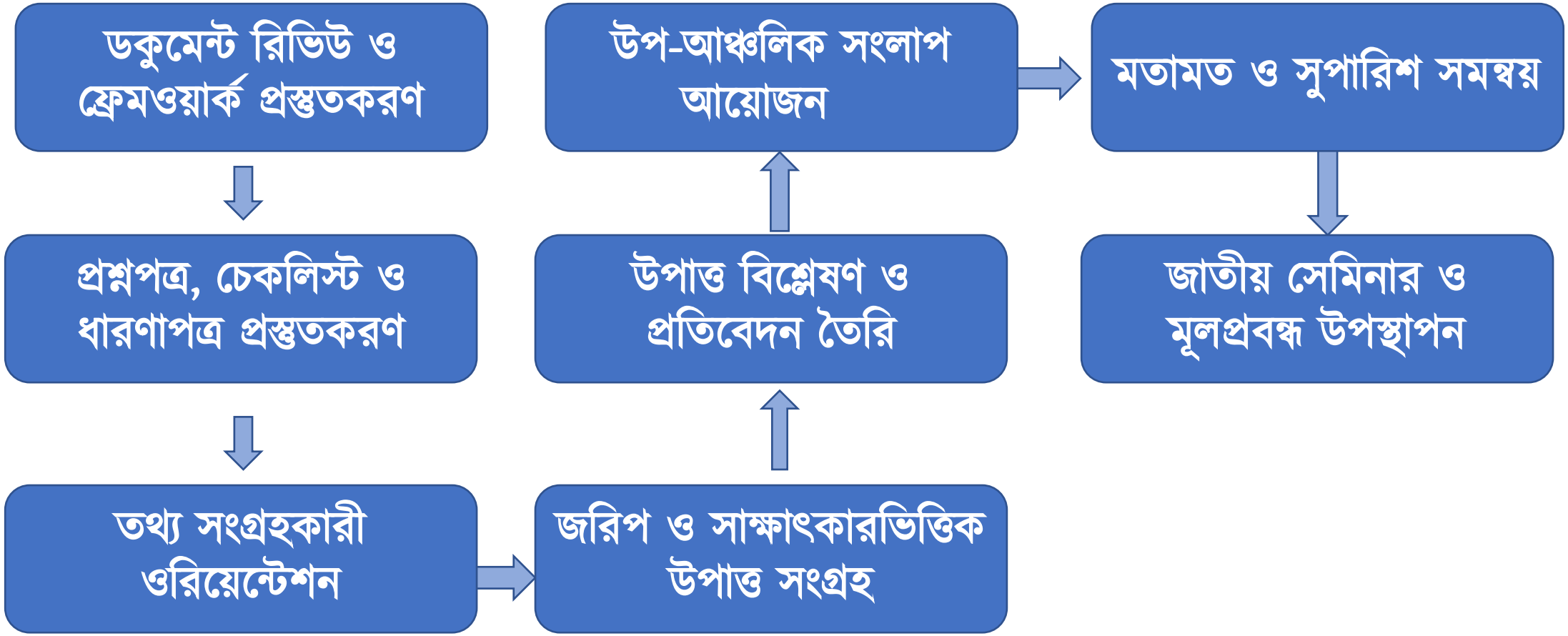

সাধারণ তথ্য

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের জেন্ডার পরিচয়

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বয়স

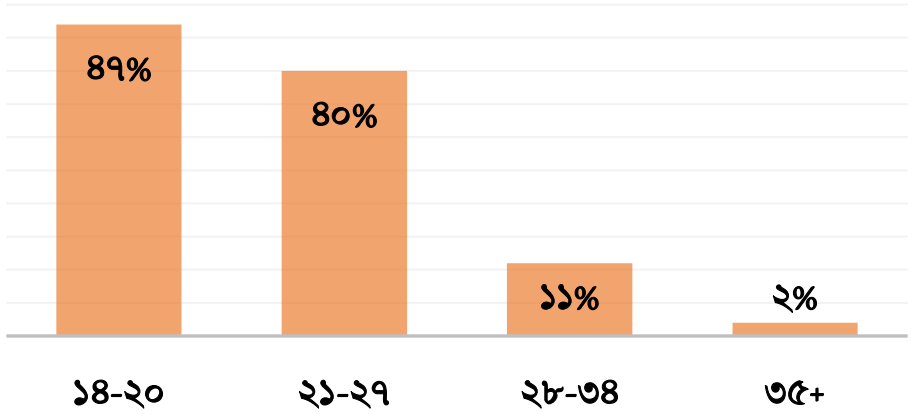

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মেয়াদী কোর্সে অন্তর্ভুক্তি

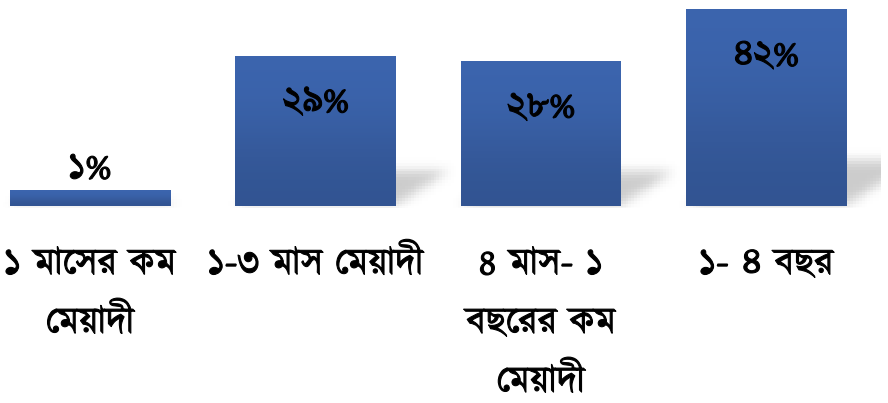

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ডিপ্লোমা/কোর্স/ট্রেডস এ অন্তর্ভুক্তির হার

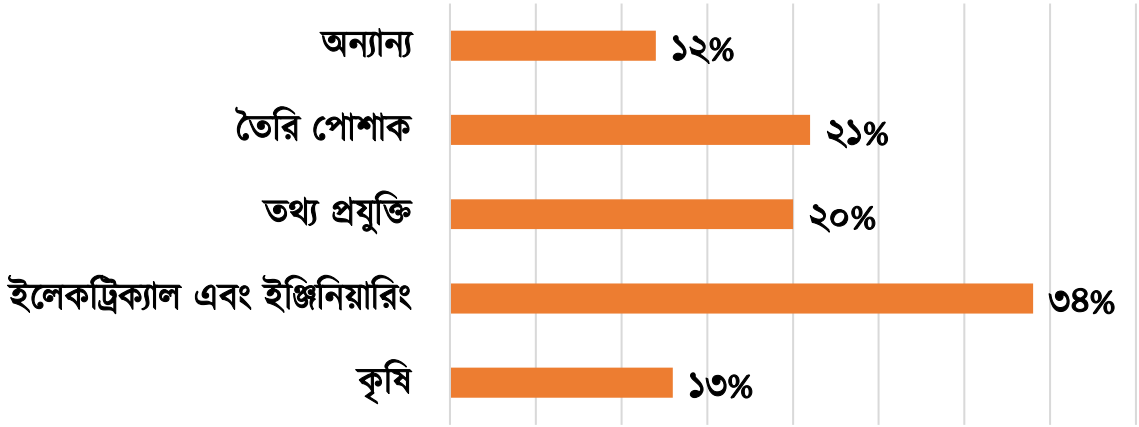

সামাজিক নিরীক্ষার ফলাফল ও সুপারিশ

প্রবেশগম্যতা এবং সচেতনতা
বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

- জরিপে অংশগ্রহণকারীর ৪৯ শতাংশ এই কার্যক্রমকে কিছুটা প্রবেশগম্য মনে করেন

আঞ্চলিক সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের অভিমত থেকে জানা যায় যে, প্রশিক্ষণ করতে হলেও পরিচিতজনদের মাধ্যমে যেতে হয়। পুরাতন যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাঁদের মাধ্যমেই প্রচারণা করা হয়

- জেলাভেদে শিক্ষার্থীদের জন্য চ্যালেঞ্জগুলো ভিন্ন। পঞ্চগড় ও সুনামগঞ্জে আর্থিক সীমাবদ্ধতা প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে
- সাতক্ষীরায় প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রবেশযোগ্যতা উল্লেখযোগ্য সমস্যা
- বিদ্যমান পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত মূল তথ্য সম্প্রচার এবং সম্ভাব্য শিক্ষার্থীকে সংগঠিত করার জন্য প্রসারের প্রচেষ্টার অভাব রয়েছে
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোন প্রচারণা করা হয়না। জরিপে উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ উল্লেখ করেছেন যে বিজ্ঞাপনের ব্যবহার প্রচার এবং এই সেক্টরের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার একটি কার্যকর কৌশল হতে পারে

প্রবেশগম্যতা এবং সচেতনতা
বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যম কি ছিল (%)

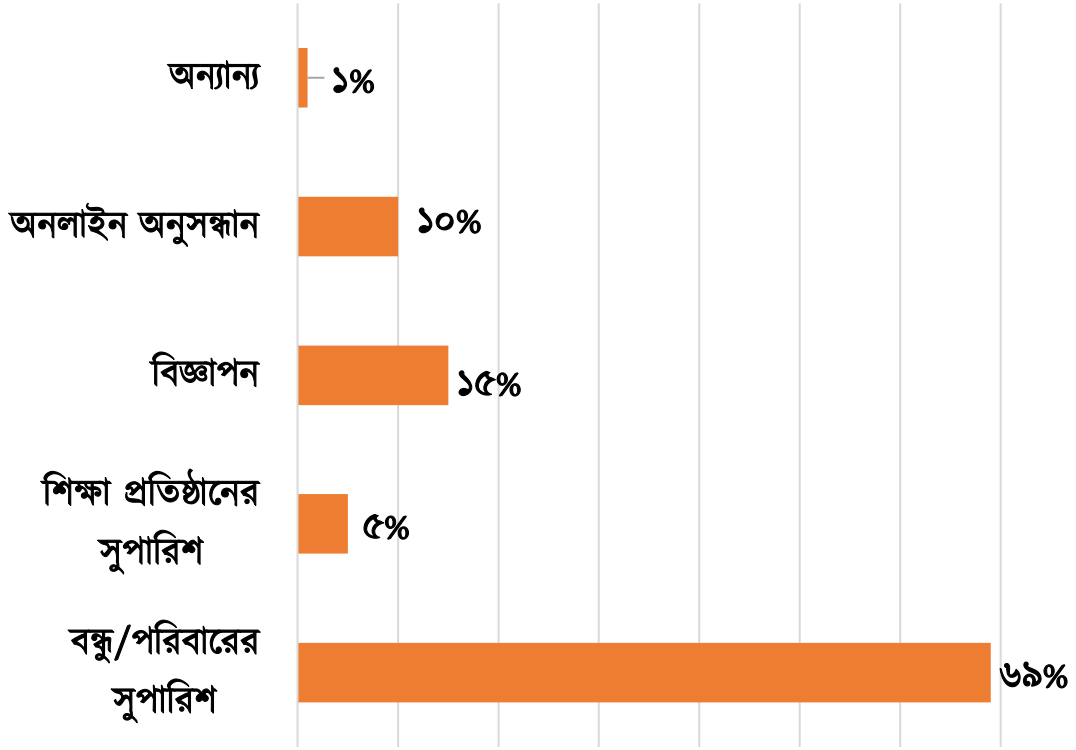

আপনার এলাকায় কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি কতটা সহজ (%)

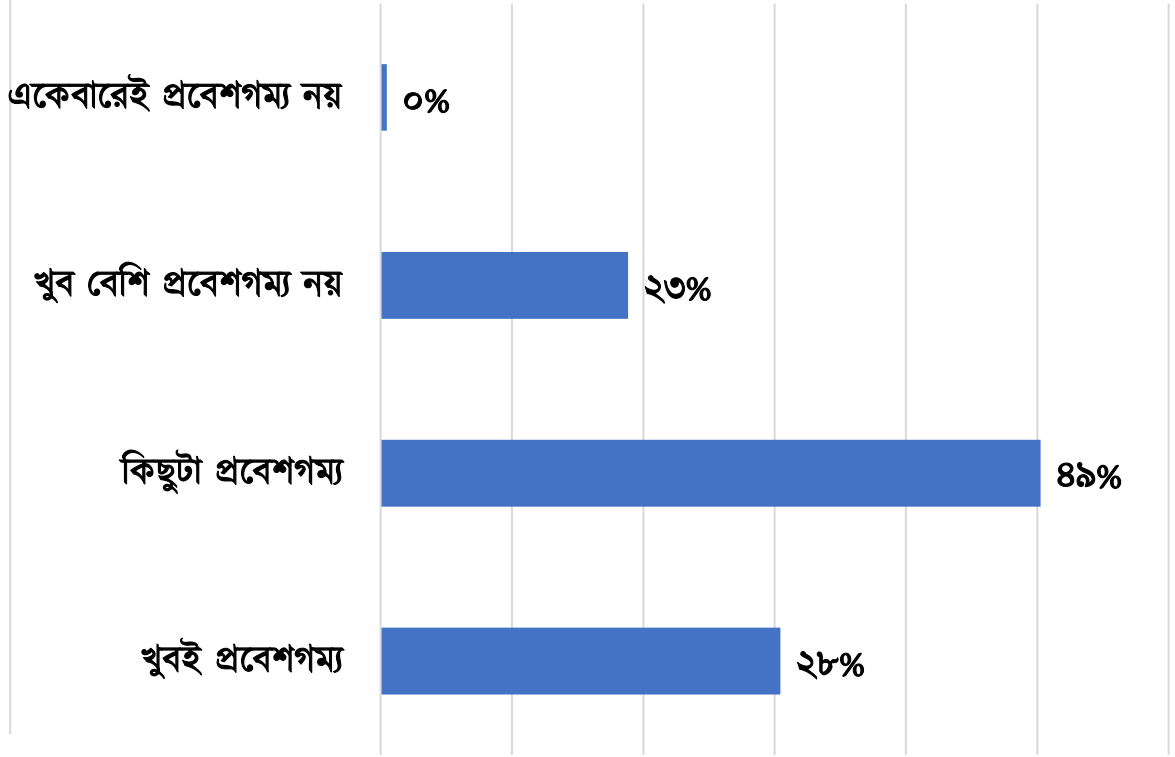

প্রবেশগম্যতা এবং সচেতনতা
বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

- জরিপে অংশগ্রহণকারীর ২৭ শতাংশ কারিগরি শিক্ষায় সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে টিভেট প্রতিষ্ঠানে প্রবেশযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ মনে করেন

জেলাভেদে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগের প্রাপ্যতার পার্থক্য রয়েছে

- পঞ্চগড় ও সুনামগঞ্জে পলিটেকনিক ইন্সষ্টিটিউট না থাকায় শিক্ষার্থীরা দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষা লাভের সুযোগ বঞ্চিত হচ্ছে
- পঞ্চগড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্পন্নকৃত কোর্সের মেয়াদ ৪-৬ মাস এবং সুনামগঞ্জে ১-৩ মাস। অন্যদিকে সাতক্ষীরায় পলিটেকনিক ইন্সষ্টিটিউট থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরদাতা ১-৪ বছর মেয়াদী কোর্স সম্পন্ন করেছেন

কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ
বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

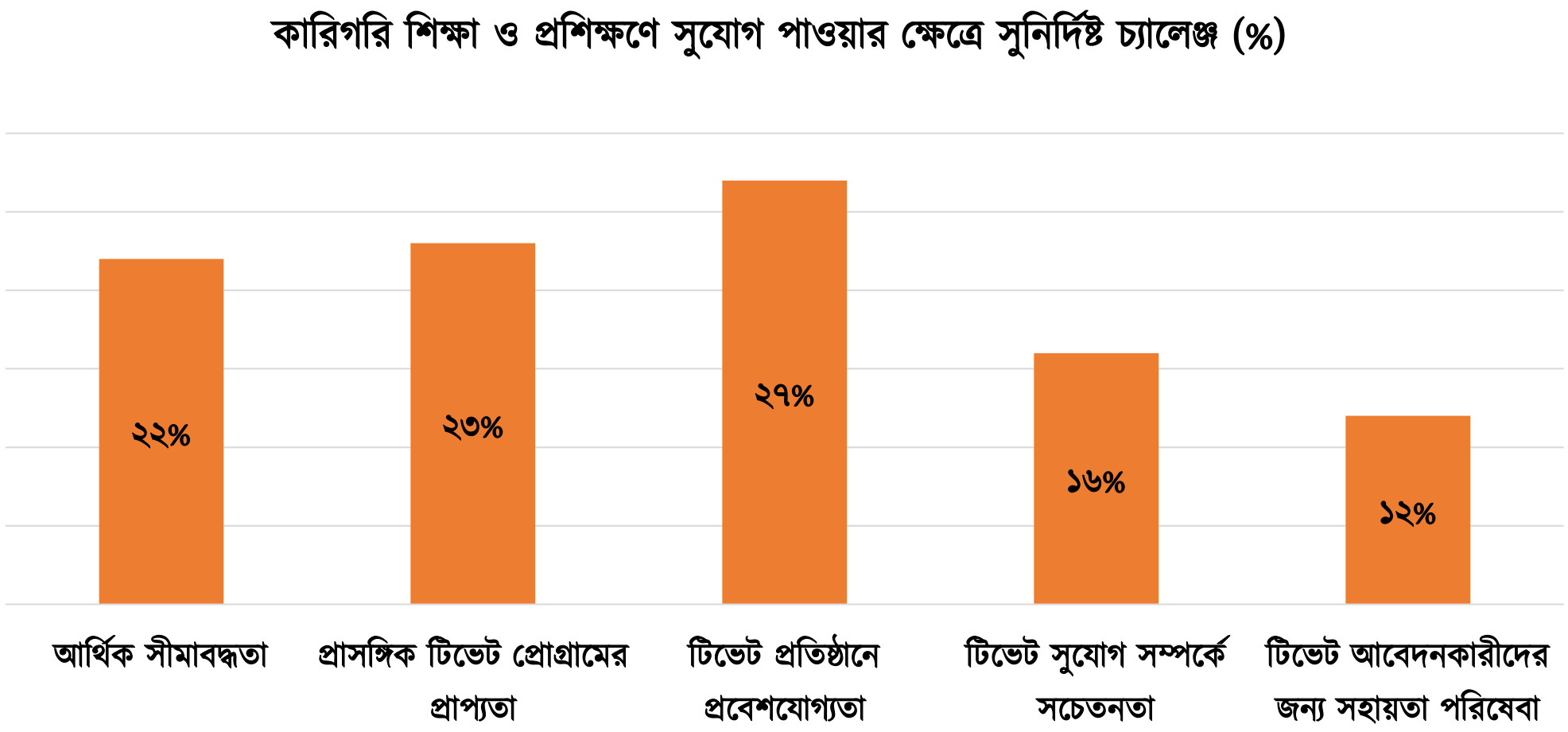

প্রবেশগম্যতা এবং সচেতনতা
নীতিসহায়ক সুপারিশ

তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও প্রদান এবং সর্বোপরি সফল উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম ডিজিটাল মাধ্যমে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন
- কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ, পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন

পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা

- কারিগরি শিক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষার সুযোগ তৈরিতে এবং স্থানীয় যুব নারী-পুরুষদের এ শিক্ষায় আকৃষ্ট করতে সকল জেলায়-উপজেলায় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন
- টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টিএসসি) এবং টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) এর মতো কারিগরি প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন স্তরে সম্প্রসারিত করার জন্য যথেষ্ট সরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন যাতে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর অংশ বাড়ানো যায়।

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামোর মান
বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

- জরিপ উত্তরদাতাদের **৫৯% শিক্ষার মান** ভালো মনে করেন। তবে শুধুমাত্র **১৩% শিক্ষার মান বিষয়ে প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে** বলে মন্তব্য করেন। **৬৭% প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড় মানের** বলে মন্তব্য করেন। প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্ত সম্পদ এবং অবকাঠামোর মানে পঞ্চগড়ের অবস্থান সবচেয়ে উপরে। সাতক্ষীরা এবং সুনামগঞ্জের অবকাঠামো গড় মানের
- খোলাপ্রশ্ন ও আঞ্চলিক সংলাপগুলোতে স্থানীয় মানুষের মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষার মান ও অবকাঠামো বিষয়ক কিছু ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

ট্রেডভিত্তিক শিক্ষক এবং তাঁদের দক্ষতার অভাব রয়েছে

- ব্যবহারিক কোর্সগুলোতে নিয়মিত ক্লাস হয়না
- দীর্ঘদিন (প্রায় এক যুগের বেশী) শিক্ষক নিয়োগ সরকারিভাগে বন্ধ থাকায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানাশোনা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক/প্রশিক্ষকের ঘাটতি দেখা দিয়েছে
- সম্প্রতি নিয়োগ প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হলেও সেখানে সাধারণ শিক্ষায় যারা স্নাতক/স্নাতকোত্তর হয়েছেন তাদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। যার ফলে বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত স্নাতকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামোর মান

বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

অবকাঠামোগত ঘাটতি রয়েছে

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাংশ (যেমন সেলাই মেশিন) শতভাগ নেই। যেগুলো আছে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার দেখানো হয় না এবং অকেজো হলে নবায়ন হয়না
- ল্যাবের সংখ্যা অপ্রতুল এবং কারিগরি শিক্ষা প্রদানে যে ল্যাবগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলার সঠিক ব্যবস্থাপনা হয়না। কম্পিউটার ল্যাবে অধিকাংশ কম্পিউটার নষ্ট পড়ে থাকে
- ওয়াশরুম ভালো নেই, পর্যাপ্ত খাবার পানি নেই
- ন্যূনতম উপস্থিতি বিষয়ে বাধ্যকতা না থাকায় অনেক শিক্ষার্থী ক্লাসে আসেনা। আবার এদের অনেকে নিম্ন আয়ের ও পাশাপাশি চাকরি করে বলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরা কিছু বলেন না
- পঞ্চগড় ও সুনামগঞ্জে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট না থাকায় স্থানীয় যুব নারী-পুরুষ কারিগরি বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে
- টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহে যে মেয়াদে শিক্ষা কার্যক্রম চলে সেখান থেকে সার্বিক জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়ে তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়ে যায়
- শিক্ষার্থীদের একটি পূর্নাঙ্গ ডেটাবেজ না থাকার কারণে অসাধু ‘পেশাদার শিক্ষার্থী’ যারা ভাতার জন্য ততোধিক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত হয়, তাদের শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছেনা
- শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় মানুষের, বিশেষ করে অভিভাবকগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত থাকায় এ ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করার বিষয়টি সম্ভব হচ্ছে না

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামোর মান

বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

প্রদত্ত শিক্ষার মান আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন (%)

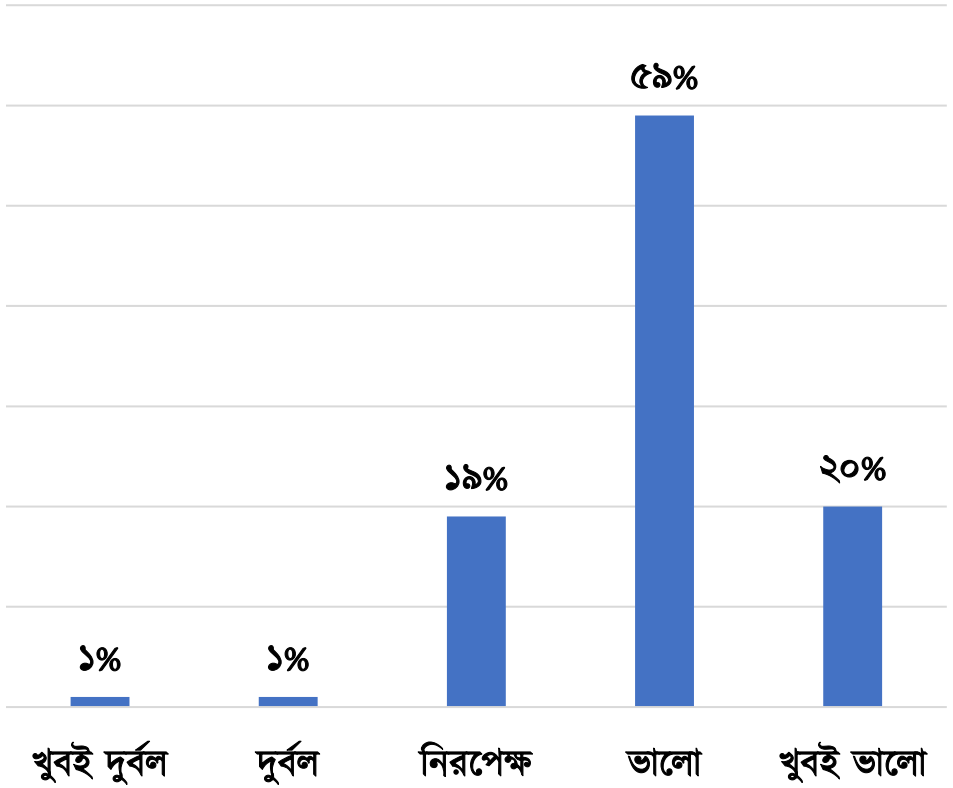

প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্ত অবকাঠামো ও সম্পদ কি যথেষ্ট মনে করেন (%)

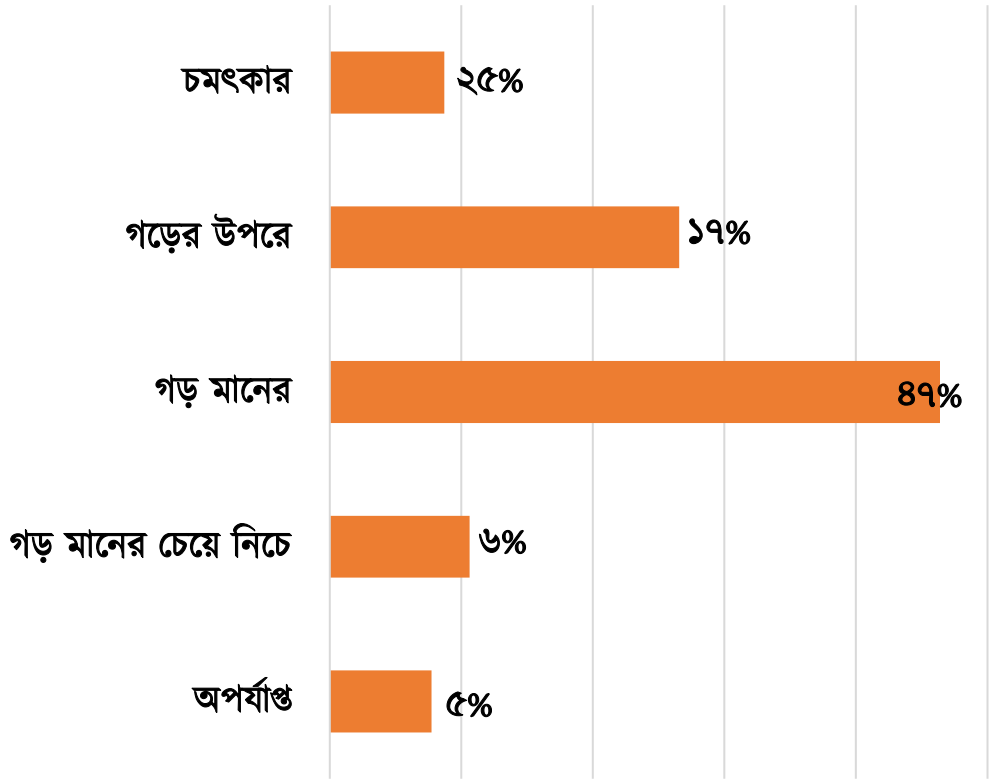

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামোর মান

বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির সময় আপনি যে কোর্সটি বা যে মানের শিক্ষা পাবেন বলে প্রত্যাশা করেছিলেন তা কতটুকু অর্জিত হয়েছে বলে মনে করেন (%)

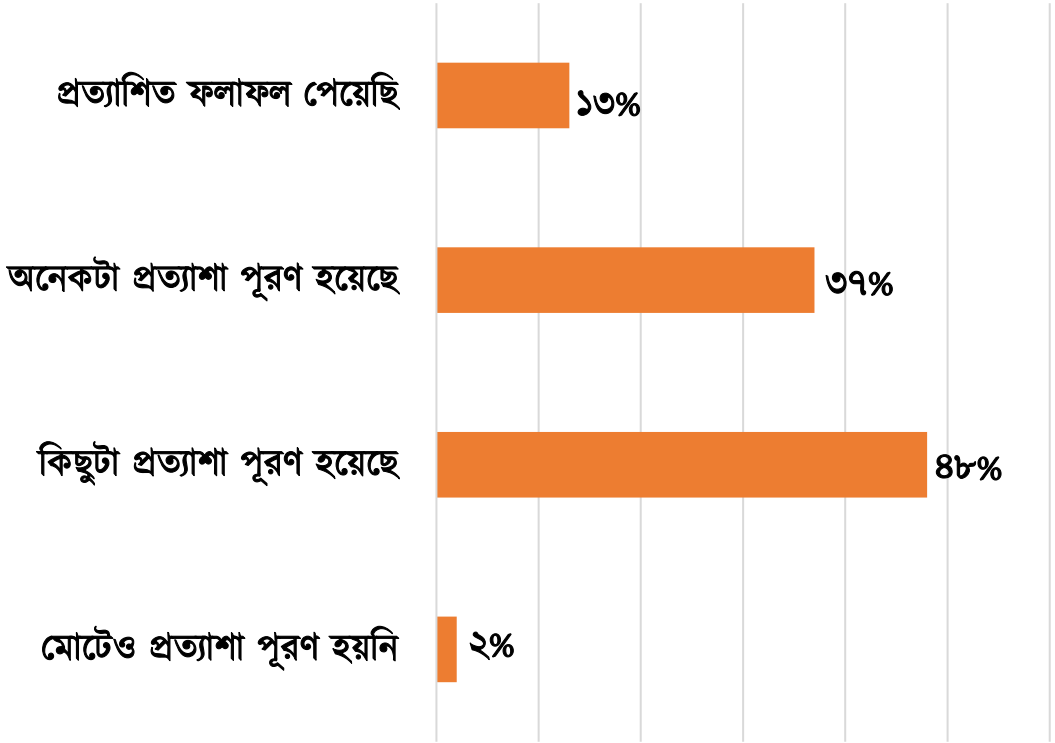

ক্লাস পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকদের ধারাবাহিকতা এবং সময়ানুবর্তিতা (%)

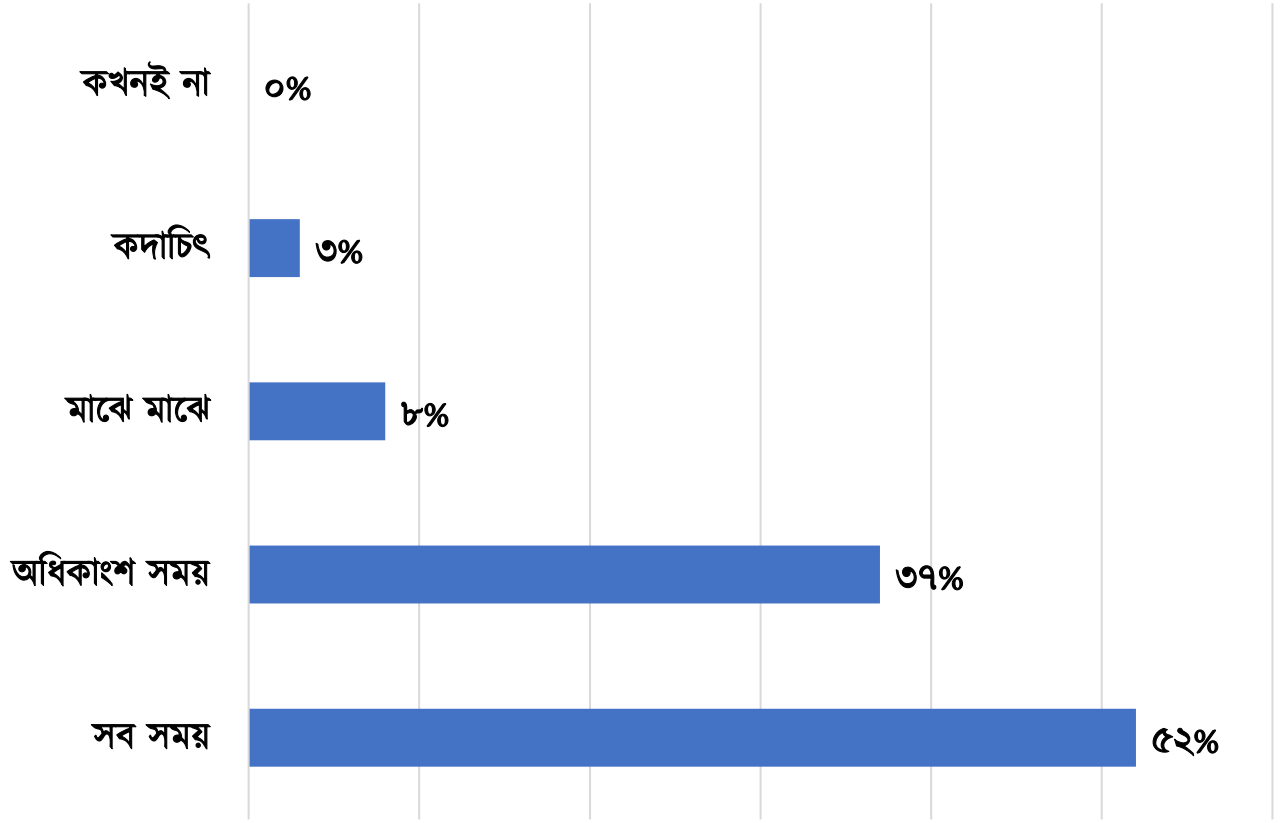

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামোর মান

নীতিসহায়ক সুপারিশ

পাঠ্য উপকরণ, পাঠদান ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- **পাঠ্যক্রম, শিক্ষকের পাঠদান দক্ষতা ও পাঠপ্রদান উপকরণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা প্রয়োজন**
- গ্রামীণ অবকাঠামোগত সংকট ও স্বল্পতা এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় শিক্ষাউপকরণ অবকাঠামোর পুনর্বিন্যাসে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন
- নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ প্রয়োজনের বিষয়গুলি (বিশেষ করে বাথরুম, কমনরুম, ইনডোর খেলার সামগ্রী, খেলার মাঠ, বিশ্রামাগার, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ ও শিশু দিবাযত্নকেন্দ্র স্থাপন) বিবেচনায় অনুকূল অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন

পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতা

সাবেক শিক্ষার্থী

- জরিপ থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে সাবেক শিক্ষার্থীদের ৬৭% পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতিকে কার্যকর মনে করেন। ৫৬% মনে করেন পাঠ্যক্রম চাকরিপ্রাপ্তিতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২৯% মনে করেন অর্জিত দক্ষতা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক। ৬২% মনে করেন অর্জিত দক্ষতা চাকরির বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু-

জরিপকৃত কর্মরত সাবেক শিক্ষার্থীদের ৬৩ শতাংশের মাসিক বেতন ১০,০০০ টাকার নীচে। আঞ্চলিক সংলাপগুলোতে অংশগ্রহণকারীরা জানান, অর্জিত দক্ষতা যথাযথভাবে বাজার চাহিদার প্রতিফলন করতে না পারায় সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রাথমিকভাবে বিনা বেতনে কাজ করতে হয় অনেক সময়

- পঞ্চগড়ে যারা মত দিয়েছেন তাদের অর্ধেকের বেতন ১০,০০০ টাকার নিচে এবং বাকি অর্ধেকের বেতন ১৫,০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকার মধ্যে। সাতক্ষীরা ও সুনামগঞ্জে সংখ্যাগরিষ্ঠের বেতন ১০,০০০ টাকার নিচে

পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতা

সাবেক শিক্ষার্থী

➢**কাজের মান নিয়ে নিয়োগকর্তাদের মাঝে সংশয় থেকে যায়**

- অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় শিল্পের সাথে কারিগরি শিক্ষার অন্তর্গত ট্রেডসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়
  - ➢ বিদ্যমান ট্রেডগুলো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নয়। যেমন- মেকানিক্যাল এবং ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও এ ট্রেডগুলোর ভিত্তিতে এই সকল অঞ্চলে যথাযথ কর্মসংস্থানের সুযোগ নাই, কেননা এখানে শিল্প নেই
  - ➢মফস্বল অঞ্চলে শিল্পায়ন বা বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে
  - ➢স্বল্পসংখ্যক যা কিছু রয়েছে তা যে বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রতিবছর কারিগরি শিক্ষা নিয়ে পাশ করছে তাদের সকলের কর্মসংস্থানের সংকুলান করতে যথেষ্ট নয়
- চাকুরি বা কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের অপ্রতুলতা ও সমন্বয়হীনতা রয়েছে
- উপরন্তু অনেকেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ না করে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে কারিগরি দক্ষতা অর্জন করার চেষ্টা করে যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ

পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতা

সাবেক শিক্ষার্থী

- **পঞ্চগড়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরদাতাদের চাকরি পাওয়ার জন্য ৬ মাসের বেশি সময় লেগেছে। অন্যদিকে, সাতক্ষীরা এবং সুনামগঞ্জে সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরদাতাদের শিক্ষার্থী চাকরি পেতে ১-৩ মাস সময় লাগে বলে জানান**

আঞ্চলিক সংলাপগুলোতে অংশগ্রহণকারীরা এলাকার সম্ভাবনাময় খাতগুলো ভিত্তিক কোর্সগুলোতে জোর দেয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করেন

- **পঞ্চগড়ে** কৃষি,পর্যটন ও পরচুলা তৈরি সংক্রান্ত ট্রেড চালু করে এলাকার উদীয়মান খাতের বিস্তার ও বাইরের দেশে পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব
- **সাতক্ষীরাতে** আমের বৃহৎ বাজার, চিংড়ি ও সুন্দরবনের মধু আহরণ এর বিবেচনায় এগ্রো ইন্ডাস্ট্রি ও ফ্রোজেন ফুড প্রোসেসিং সংক্রান্ত কোর্সে জোর দিতে হবে
- **সুনামগঞ্জে** কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাময় খাতগুলো হল কৃষি, মৎস্য ও পর্যটন। কারিগরি শিক্ষা উদ্দ্যোগ এ খাতগুলোকে কেন্দ্র করে নেয়া উচিৎ

পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতা

সাবেক শিক্ষার্থী

পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে আপনার মতামত কি (%)

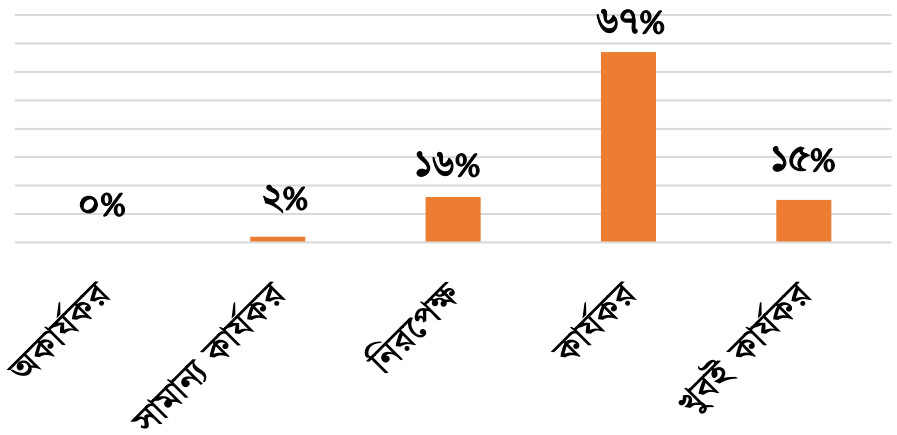

আপনি কি বিশ্বাস করেন যে পাঠ্যক্রম আপনার চাকরির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে (%)

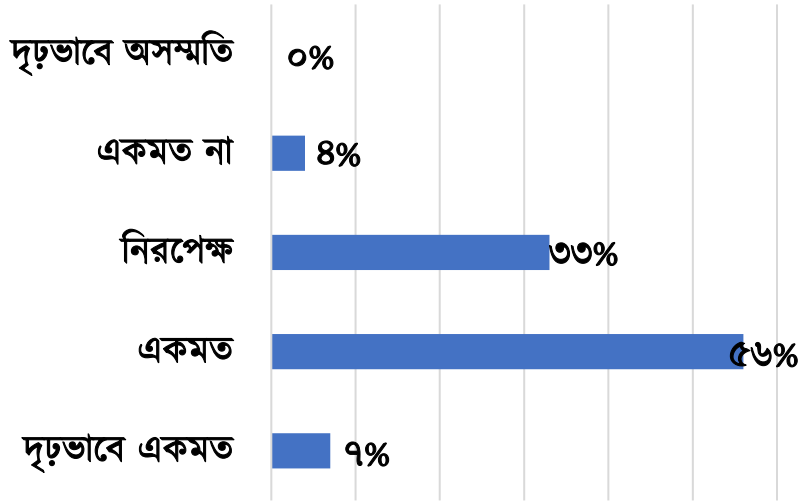

অর্জিত শিক্ষা ও দক্ষতা চাকুরি প্রাপ্তি বা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কতোটা সহায়ক (%)

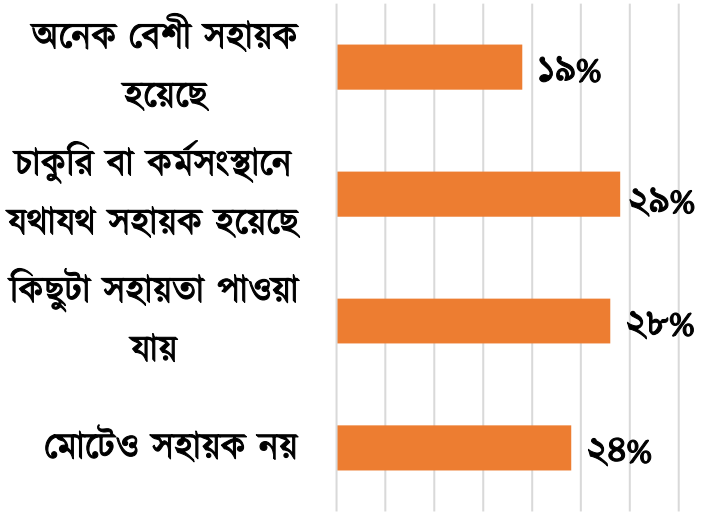

পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতা

সাবেক শিক্ষার্থী

অর্জিত দক্ষতা এবং শিল্পের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে পার্থক্য (%)

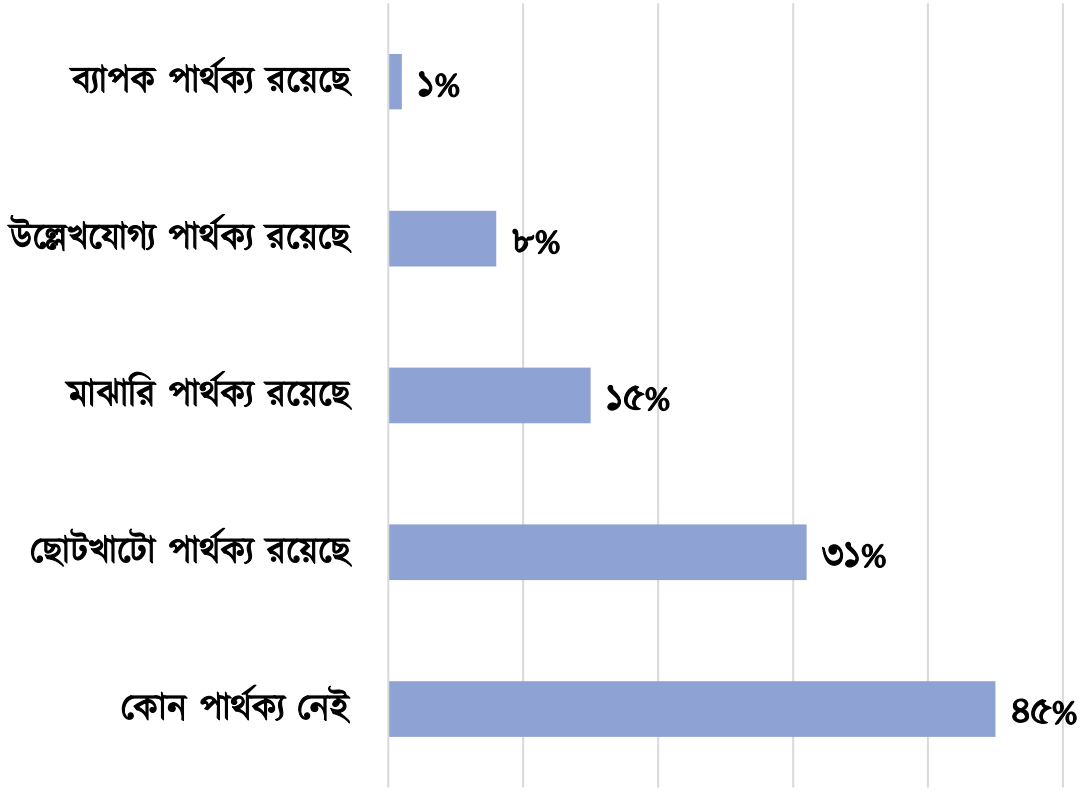

অর্জিত দক্ষতা কি চাকরির বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (%)

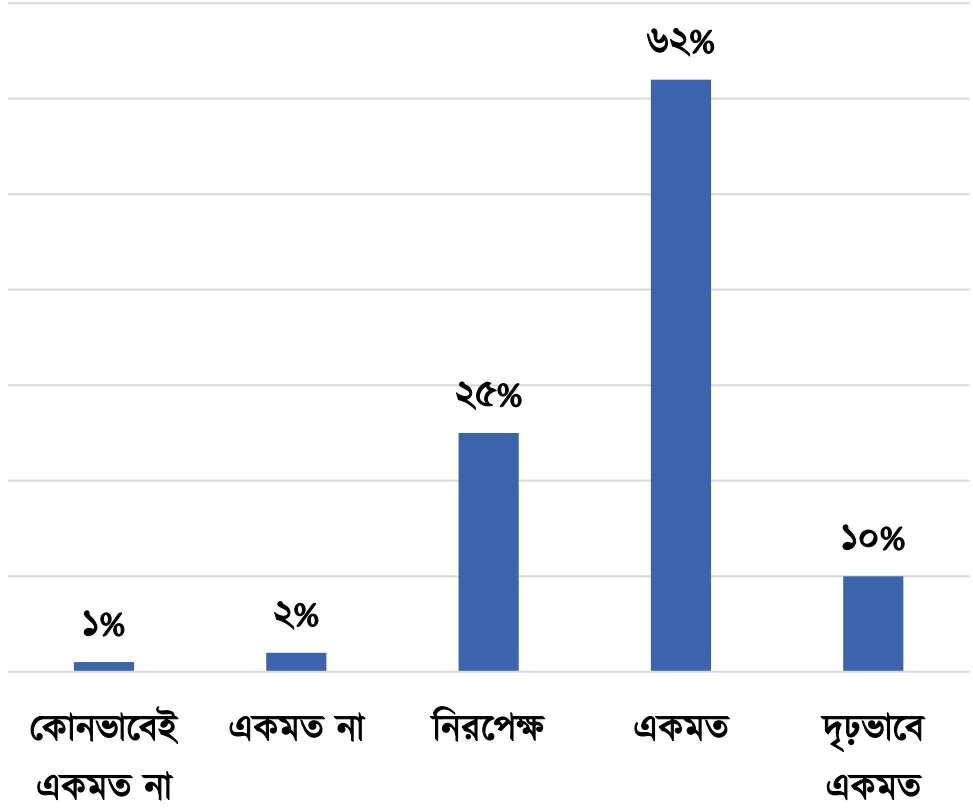

পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতা

সাবেক শিক্ষার্থী

চাকুরি পেতে কত সময় লেগেছে (%)

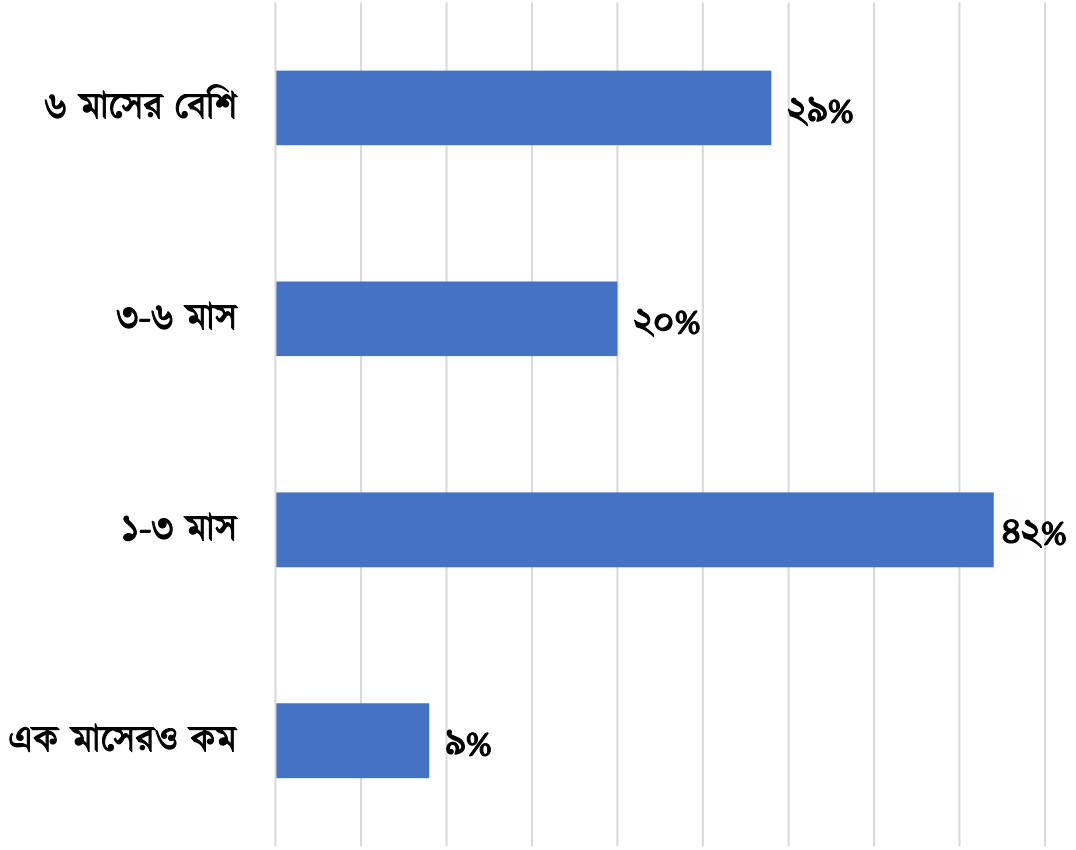

আপনি বর্তমানে আপনার কর্মসংস্থানের মাধ্যমে কেমন বেতন (টাকা) পাচ্ছেন (%)

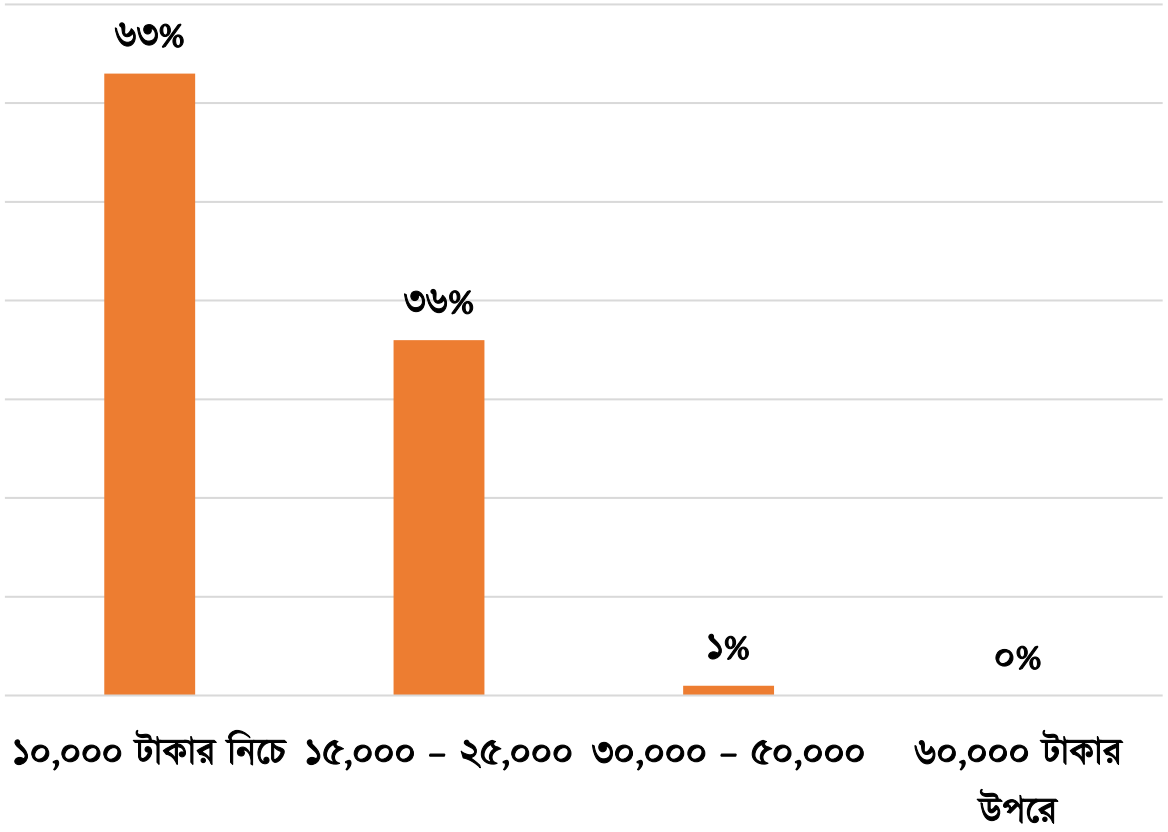

পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতা
নীতিসহায়ক সুপারিশ

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক বাজারের চাহিদার সাথে পাঠ্যক্রম ও পাঠদান প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য আনয়ন

- **পরিবর্তিত বিশ্ববাস্তবতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষাকার্যক্রম পুনর্গঠন করা প্রয়োজন**
- মাদ্রাসা শিক্ষা কারিকুলামে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব ও এর অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন
- ভাষাগত দক্ষতা এবং ডিজিটালাইজেশনের সম্ভাবনা ও করণীয় সম্পর্কে দক্ষতা তৈরির ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন

পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতা
নীতিসহায়ক সুপারিশ

কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তা বৃদ্ধি

- **শিক্ষা কারিকুলাম পরিবর্তন ও হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অঞ্চলবৈচিত্র্যতা, স্থানীয়/জাতীয় বাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে তেমন কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়কে (যেমন-হাওরের সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক পর্যটন, সম্পদকে প্রক্রিয়াজাতকরণ, মাছচাষ) অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন**
- কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষার্থীদের চাকুরিতে সুযোগ তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে চাকুরিমেলা আয়োজন করা প্রয়োজন
- **শিক্ষা শেষে চাকুরি, আয়ের সুযোগ ও বিদেশে দক্ষকর্মী হিসেবে প্রেরণের লক্ষ্যে বিশেষ নীতিসহায়তা এবং কারিগরি সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো প্রয়োজন**
- এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা আছেন (স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং বিসিক শিল্পনগরীর কর্তৃপক্ষ) তাদের আন্তঃসমন্বয় বাড়ানোর দিকে বিশেষ জোর দেয়া প্রয়োজন

শিক্ষার্থীর দক্ষতা মূল্যায়ন ও সনদায়ন
বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

- বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানী করার ক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে
- কিন্তু বাংলাদেশ এখনও আধা ও কম দক্ষ শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করে। ২০২৩ সালে, মোট অভিবাসী শ্রমিকদের মাত্র ৪% পেশাদার, ২৫% দক্ষ, ২১% আধা-দক্ষ এবং ৫০% কম দক্ষ শ্রেণীর অন্তর্গত

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো ৫৫ টি বৃত্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ৪৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান করে। দুর্ভাগ্যবশত, যারা এসব প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা বৈদেশিক কর্মসংস্থানে যেতে পারেননি

- প্রধান গন্তব্য দেশগুলিতে চাহিদা রয়েছে এমন পেশাগুলির নিয়মিত বিশ্লেষণ পরিচালনা করতে এবং সেই অনুযায়ী পাঠ্যক্রম জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ব্যর্থতা এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী

শিক্ষার্থীর দক্ষতা মূল্যায়ন ও সনদায়ন
বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

- **কারিগরি শিক্ষায় প্রদত্ত সনদপত্রের কোন আন্তর্জাতিক প্রত্যয়নকারী সংস্থার মান পূরণ করে না**
- কয়েকটি দৃষ্টান্ত ব্যতীত, প্রধান শ্রম গ্রহীতা দেশগুলির সাথে বাংলাদেশি সার্টিফিকেটের সমতুলতার কোনও ব্যবস্থাও নেই
- টিটিসি প্রশিক্ষণ এমনকি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃত নয়
- জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর দ্বারা পরিচালিত দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য সৌদি আরবের তাকামল সিস্টেমটি রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত নিয়োগকারী সংস্থাগুলির দ্বারা অন্যায়ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল বলে অভিযোগ এসেছে যা ভবিষ্যতের বাজারের সম্ভাবনাকে হুমকির মুখে ফেলেছিল
- মানবসম্পদ এবং প্রশিক্ষণ সরঞ্জামের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই বেশ কয়েকটি নতুন টিটিসি তৈরি করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ টিটিসি-তে প্রশিক্ষক এবং অধ্যক্ষের প্রায় অর্ধেক পদ বর্তমানে শূন্য, টিওটিগুলি অনিয়মিত এবং প্রশিক্ষণের মান বাজারের প্রত্যাশা অনুযায়ী নয়।

শিক্ষার্থীর দক্ষতা মূল্যায়ন ও সনদায়ন

নীতিসহায়ক সুপারিশ

দক্ষতা মূল্যায়নে স্বচ্ছতা

- **কারিগরি শিক্ষায় প্রদত্ত সনদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে যেন বহির্বিশ্বে এটি গ্রহণযোগ্য হয়**
- কারিগরি শিক্ষা ও এর ব্যবহারিক সক্ষমতার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরেই কেবল শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদান করা যেতে পারে
- শিক্ষাসনদকে চাকুরির সুযোগ ও উদ্যোক্তা হিসেবে ঋণ সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়া জরুরি

কারিগরি শিক্ষার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জেন্ডার সমতা

বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

- জরিপ থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে মাত্র ১২% কারিগরি শিক্ষার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে এই কার্যক্রম পরিচালনে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা মনে করেন। তবে খোলা প্রশ্নে প্রতিক্রিয়া এবং জেলাভিত্তিক সংলাপ থেকে এ সমস্যাটি আরও অনেক বেশি প্রকট বলে প্রতীয়মান হয়

মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখনও কারিগরি শিক্ষাকে মিস্ত্রী তৈরির শিক্ষা মনে করেন। সংলাপে উপস্থিত শিক্ষার্থী সাধারণ মানুষ তাঁদের ঘৃণার চোখে দেখে বলে মন্তব্য করেন

- কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সম্পর্কে বিদ্যমান নেতিবাচক সামাজিক ধারণাকে দূর করতে রাষ্ট্রীয় বা সরকারিভাবে প্রচার ও প্রচারণার অভাব রয়েছে

- কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত উদ্যোক্তা বা কারিগরি শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে কর্মক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিত্বদের সফলতাকে প্রচারণার কাজে ব্যবহার করা হয়ে ওঠেনি

কারিগরি শিক্ষার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জেন্ডার সমতা

নারী শিক্ষার্থী

- জরিপ থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে নারীর কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও এই কার্যক্রমে জেন্ডার সমতা পরিমিত মনে হলেও উপাত্ত ও আঞ্চলিক সংলাপগুলো থেকে ভিন্ন চিত্র ফুটে ওঠে

প্রতি বছর কারিগরি শিক্ষায় মাধ্যমিক পর্যায়ে সমাপনকারী মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর হার কমছে

- সংলাপ থেকে উঠে আসে যে পর্দা পালনে ব্যাঘাত ঘটবে দরুণ চ্যালেঞ্জিং পেশা সংক্রান্ত কোর্সগুলোতে (যেমন- যানবাহন চালনা, ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়্যারিং) নারীর অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হয়
- অবকাঠামোগত দুর্বলতা যেমন ওয়াশরুম ব্যবস্থাপনা ভাল না হওয়ার কারণে নারী শিক্ষার্থীরা অসুবিধায় পড়েন
- এছাড়াও নারীর সামাজিক গতিশীলতার অভাব আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত নারী শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই এলাকার বাইরে কাজ করতে যেতে চান না

কারিগরি শিক্ষার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জেন্ডার সমতা

নীতিসহায়ক সুপারিশ

সামাজিকভাবে কারিগরি শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সর্ম্পকে ইতিবাচক ধারণা তৈরি

- কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সর্ম্পকে বিদ্যমান নেতিবাচক ধারণা দূর করতে এ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, কর্মদক্ষতা ও কর্মসংস্থান সম্ভাবনা সর্ম্পকে সঠিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রচারণা করা যেতে পারে
- প্রচারণা চালানোর জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেতে পারে
- নারী, প্রতিবন্ধী, যুব এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কীভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে প্রচারণা চালানো অব্যাহত রাখা প্রয়োজন

কারিগরি শিক্ষার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জেন্ডার সমতা

নীতিসহায়ক সুপারিশ

নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ

- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী শিক্ষার্থীদের এলাকার বাইরে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরিতে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন
- তথাকথিত চ্যালেঞ্জিং পেশাসমূহে যেমন- ড্রাইভিং, ইলকেট্রিক্যাল ওয়্যারিং ইত্যাদি কাজেও যাতে নারীরা সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রণোদনা বাড়াতে হবে

কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ
বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম ও পরিচালনে নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান (%)

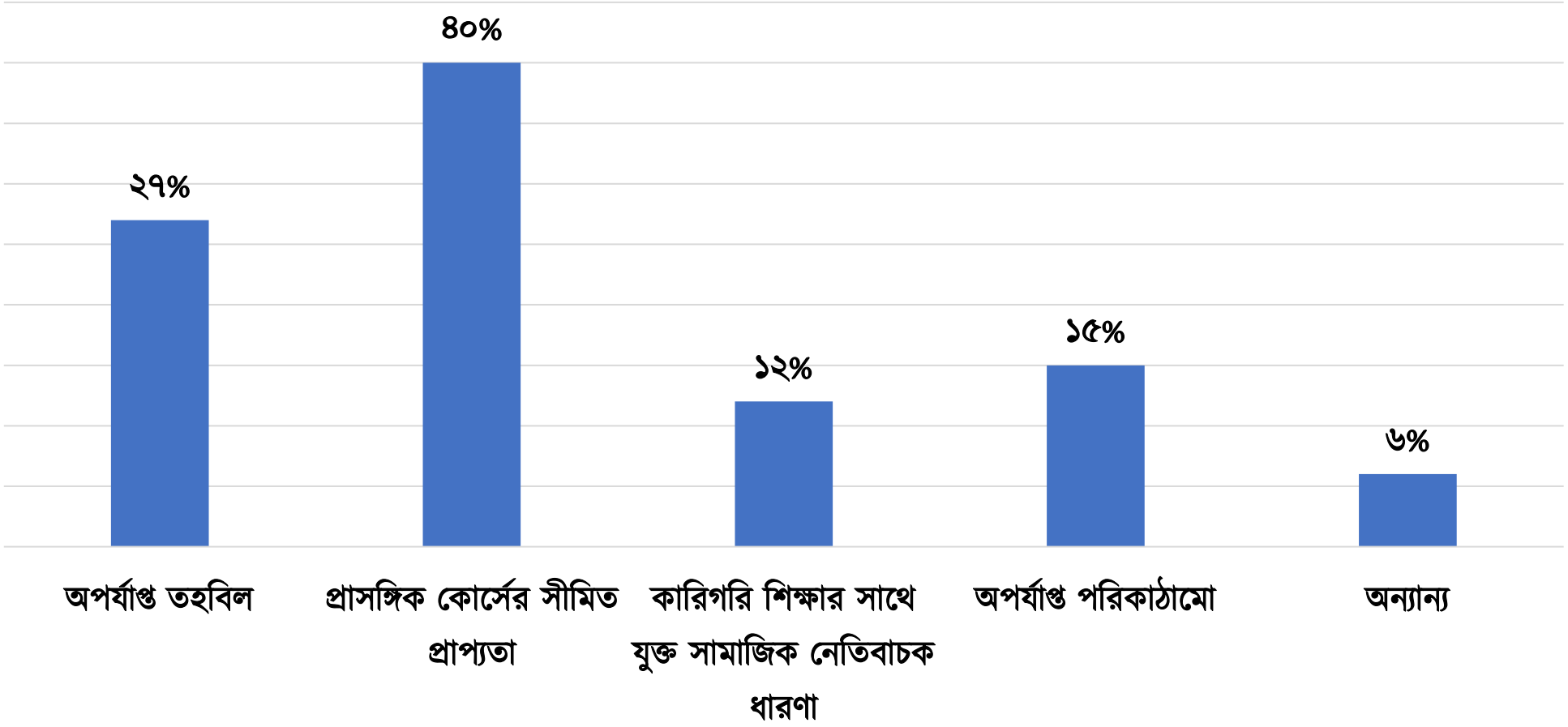

মোট শিক্ষা বাজেটের অনুপাতে কারিগরি শিক্ষার বাজেট বরাদ্দ (%)

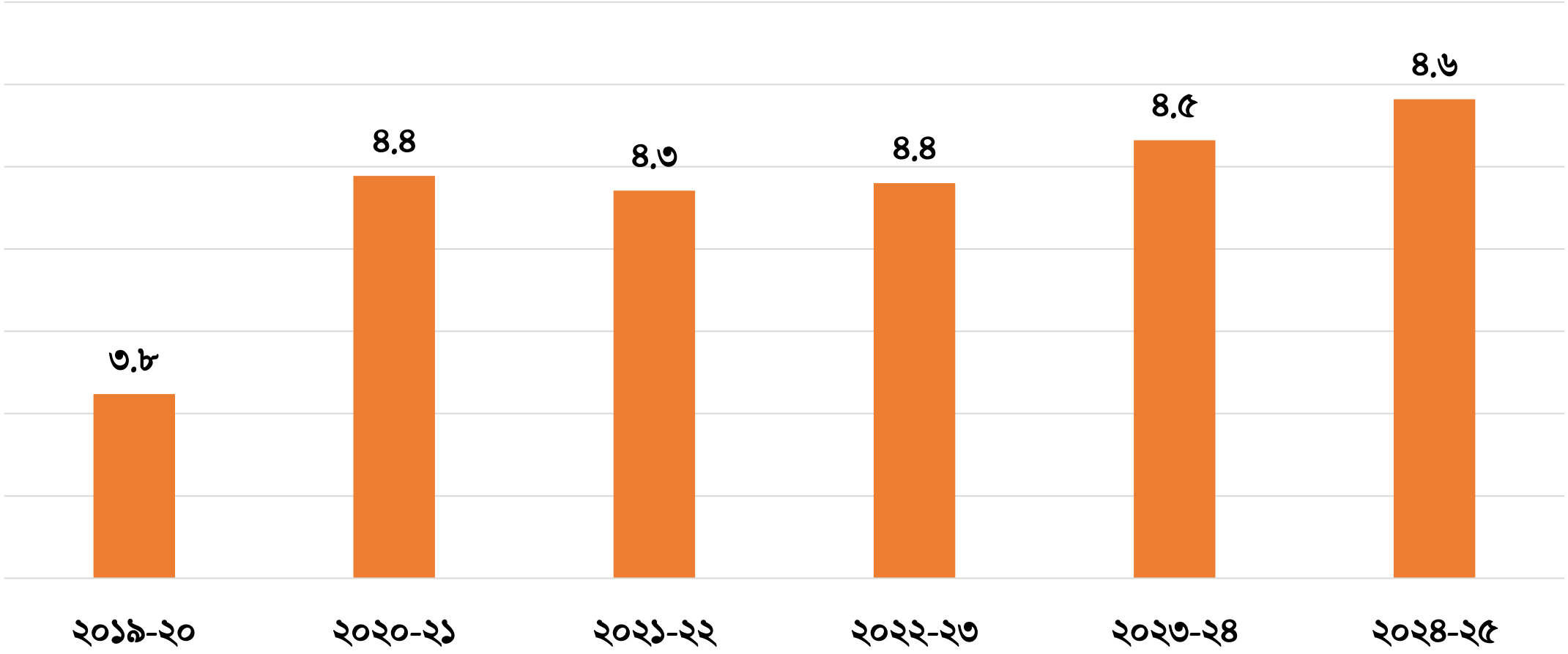

তথ্যসুত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের বাজেট বাস্তবায়নের হার (%)

প্রধান কার্যালয়	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
প্রধান কার্যালয়	৭০.৬	২৯.৯	৪১.১	৪৫.২
পরিচালক (ভোকেশনাল)	৫৭.৯	৫৪.৬	৫৪.৩	১৩৬.২
আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়সমূহ	২৪.৫	৩০.৩	২৮.৪	৫১.৭
প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়সমূহ	৩৬.৮	৫০.০	৫০.৪	৬৩.৭
কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়সমূহ	৭৪.৪	৬৫.৫	৫১.৯	৬৫.৮
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহ	৭৪.০	৭৯.১	৪৬.৯	৬২.৫
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহ	৭২.৪	৬৭.৯	৪৪.৩	৬০.৭
মোট	৭২.০	৬৪.২	৪৪.৫	৫৬.৯

তথ্যসুত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়

সমাপনী মন্তব্য

সমাপনী মন্তব্য

- প্রাপ্ত তথ্য, সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ থেকে এটা বলা যায় যে কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অগ্রগতি হয়েছে
- এ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় যারা যুক্ত হয়েছেন এবং অর্জিত দক্ষতাকে পুঁজি করে উদ্যোক্তা হয়েছেন তাদের মধ্যে একটি অংশ সফলও হয়েছেন
- প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে কথা বলে জানা যায় তাঁরা চাকুরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন
- কর্মমুখী কার্যক্রম, আয়ের সুযোগ ও সার্বিকভাবে পরিস্থিতিকে অনুকূল করতে প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ, দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি পরিকল্পনা গ্রহণ, বাজার অনুসন্ধান এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট রয়েছেন
- কারিগরি শিক্ষার গুণগত মান ও সম্পদের প্রাপ্যতা বাড়ানোর জন্য চলমান উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে –
  - বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ (অনলাইন কোর্স, দক্ষতা অর্জনকারী প্রোগ্রাম, শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার)
  - প্রশিক্ষণ প্রদানে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কৌশল ব্যবহার
  - প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান

সমাপনী মন্তব্য

- দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে যে অঙ্গীকার তা বাস্তবায়নে সমানুপাতিক বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগের অভাব রয়েছে
- প্রচলিত সাধারণ শিক্ষায় অধিকতর মনোযোগ, বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় অঙ্গীকার ও অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যবহারিকভাবে প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনা এবং বরাদ্দ ও বাস্তবায়নকৃত কার্যক্রম সমূহের পরিবীক্ষণ যথাযথভাবে না হওয়ায় কারিগরি শিক্ষার পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছেনা
- কারিগরি শিক্ষাভিত্তিক কর্মসংস্থান তৈরি নিয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা, শিখন কার্যকারিতা নিয়মিত মূল্যায়ন করা এবং মূল্যায়নকৃত অভিজ্ঞতা একটি বিন্যস্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দুর্বলতা ও কারিগরি জ্ঞানদক্ষতায় ঘাটতি রয়েছে
- অধিক জনসংখ্যার এই দেশে আত্মকর্মসংস্থান তৈরির একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত হতে পারে কারিগরি জ্ঞানে দক্ষ জনশক্তি।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, যেভাবে জনমিতিক প্রাধিকারকে চিহ্নিত করে এগিয়ে যাবার কথা, যেভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে অর্জন করার লক্ষ্য নির্ধারণ হয়েছে সেই বিবেচনায় সমানুপাতিকভাবে জাতীয় বাজেটে কারিগরি শিক্ষায় আর্থিক বরাদ্দ ও নীতিসহায়তা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে সহজতর করা বিশেষভাবে জরুরি

ধন্যবাদ

সিপিডি’র কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে স্ক্যান করুন